দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 FEB 2009
পৃষ্ঠা

সমকাল

মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে এত ষড়যন্ত্র কেন

শামসুন নাহার

গত ০৭ ফেব্রুয়ারী দৈনিক যুগান্তরে এ জেড এম আব্দুল আলীর লেখা একটি কলামে চোখ আটকে যায়। শিরোনামটি ছিল এরকম- 'উচ্চশিক্ষার ইসলামীকরণ'। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করার কারণে তিনি এরকম আভাস দিয়েছেন- 'অবিলম্বে একটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করতে না পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে ভরে যাবে দেশটি'। তিনি আফসোস করেছেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন মাদ্রাসা ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এর ফলে তা একটি উচ্চ পর্যায়ের মাদ্রাসায় পরিণত হচ্ছে।

এ আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। এই কিছু দিন আগেও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারাকাত মাদ্রাসাকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে এর প্রতিষ্ঠাতাদের চোর বলে অপবাদ দেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বিভাগে মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও তা হাইকোর্টের রীটে বাতিল হয়ে যায়। জীবন প্রণালীর দিক থেকে পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই রয়েছে শ্রেণীগত, আদর্শগত ও ধর্মীয় বিভেদ। তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা ও মত। এদের কেউ কট্টরপন্থী, কেউ উদারপন্থী আবার কেউ তথাকথিত প্রগতিশীল। এ প্রগতিশীলরা নিজেদের স্বার্থে প্রগতিশীলতার ঊর্ধ্বে আরোহণের জন্য শিকড় ছিন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এরা সুযোগ পেলেই ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে দু'একটি কথা বলে। এ প্রজাতির মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে রাজনীতিবিদ, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী, সংবাদিক, এনজিও কর্মীসহ নানা পেশার মানুষ। আবার তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ডক্টরেট ডিগ্রীধারী হলেও তারা বাস্তবে কতটুকু জ্ঞানী তা নিয়ে আমরা অনেকটাই সন্দিহান।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় ইসলাম সম্পর্কিত ১৩টি প্রশ্ন করা হয়েছে বলে কয়েকটি বাম ঘরানার পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে একটি পত্রিকার নিউজ টাইটেল উল্লেখ করলেই আমরা সহজেই অনেক কিছু বুঝতে পারি। এ পরীক্ষা নিয়ে দৈনিক সমকালে যে সংবাদটি ছাপা হয় তার শিরোনাম ছিল- 'এ কেমন প্রশ্নপত্র'। এসব পত্রিকা ও তাদের তৈরী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-চেতনা বড়ই আশ্চর্যজনক মনে হয়। এটা দুঃখজনকও বটে। কারণ ১৫ কোটি মানুষের এ বাংলাদেশ। এখানে প্রায় ১৪ কোটি মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুসারী। অথচ তারচেয়ে বড় সত্য হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩ লাখ ২৭ হাজার ২৬১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৯৫% ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তারা নিশ্চয়ই এসএসসি অথবা এইচএসসিতে ইসলাম শিক্ষা পড়েছে। এরপরও কেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় ইসলাম বিদ্বেষীদের মনে ইসলাম নিয়ে এত প্রশ্ন! এত সন্দেহ! এত বিদ্বেষ! এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রনায়ক কারা ছিল, বিরুদ্ধবাদীরা কখনো কি বিষয়টি ভেবে দেখেছেন?

সে সময়ে আপনাদের মতো ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুসলমানদের পরম শ্রদ্ধেয় মরহুম নবাব আব্দুল লতিফ, স্যার সলিমুল্লাহ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মহান ব্যক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

নিজের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সাথে ভর্তিযুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে নিজের ভর্তির সুযোগ করে নেয়ার পরও কেন তাকে ভর্তি হতে দেয়া হবে না? তার অপরাধ, সে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসার একজন ছাত্র, অন্য কিছু নয়। এ কেমন বিদ্বেষ? এ কেমন সাম্প্রদায়িকতা! এটি মানবাধিকারের কোন সংজ্ঞায় পড়ে? তারা তো মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হতে চায়, কোন কোটা তো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তারা দাবি করেনি। তাদের বঞ্চিত করার এ কেমন আয়োজন? এ কেমন হীনমন্যতা? কেমন প্রগতিশীলতা? শিক্ষার ক্ষেত্রে এ হানাহানি কেন? প্রগতিশীল মানে কি দেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে উচ্চশিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা? দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে যারা অধ্যয়নরত তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ এসেছে এই মাদ্রাসা থেকে। যেখানে মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচার জন্য বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, সেখানে একটি মুসলিম দেশে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে কেন এত ষড়যন্ত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা এ দেশের নাগরিক হিসেবে সবার অধিকার রয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় এ দেশের সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। যেসব গরীব খেটে খাওয়া মানুষ রাষ্ট্রের কল্যাণে সারাদিনের আয় থেকে ট্যাক্স দেয়, তাদের সন্তানদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পাঠানো নিশ্চয় অন্যায় আবদার বা দাবী নয়। বরং এটা তাদের নৈতিক অধিকার। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল শিক্ষাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া, দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে শিক্ষার আলো সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য উচ্চ শিক্ষা সবার জন্য সহজ করা। কিন্তু তা না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার স্বার্থে, কাদের ইন্ধনে, কাদের টাকায় পরিচালিত হয়ে এদেশে শিক্ষার দরজা দিনে দিনে ছোট করে নিয়ে আসছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সেই রয়েছে এর সঠিক উত্তর। সেখানে বলা হয়েছে- Dhaka University Order-1973-এর ধারা-৬ The University shall be open to all persons of either sex and of whatever religion, race, class or colour. এখানে নারী-পুরুষ ধর্ম, বর্ণ বা গোষ্ঠীর প্রতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা হয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে মেধা।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বামপন্থীদের এত ভয় কেন? এদেশ শাহজালাল, শাহপরাণ, খানজাহান আলীসহ অসংখ্য অলী আল্লাহ, পীর-মাশায়েখের দেশ। এদেশে ইসলামবিদ্বেষীদের এত দৌরাত্ম্য কেন? কোথায় তাদের খুঁটির জোর। তা চিহ্নিত করা উচিত অতি দ্রুত।

❑ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে।